গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গবেষণা অনুবিভাগ
ঢাকা
জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদন

১. ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়' এবং 'সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রণীত অনন্য স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কূটনীতির মূলমন্ত্রের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা এবং সরকারের গৃহীত রূপকল্পের আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিবিড়করণসহ দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সদা কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক মাত্রা যুক্তকরণ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা দৃঢ়করণের লক্ষ্যে সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮, ওআইসি, ন্যাম প্রভৃতি ফোরামের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন, মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন গতিময়তা আনয়ন এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফোরামে কার্যকর অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক অবদানের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে একটি প্রতিশ্রুতিময় ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বহির্বিশ্বে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বার্থ-সুরক্ষা, তাঁদের উন্নততর কন্স্যুলার সেবা প্রদান এবং অন্যান্য জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টার ফলে বিদেশস্থ বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের কাজের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসময়ে এমআরপি প্রদান ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ে প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দুইটি সম্পূরক কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্তমান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আন্তর্জাতিক আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা, বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ ও শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা, বিদেশে বিপদাপন্ন নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন ও অন্যান্য সমসাময়িক স্পর্শকাতর বিষয়সমূহে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্রিয় হবার প্রয়াসে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক উপস্থিতি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি এবং উদ্যোগের ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়।

২. গত ৬-৮ জুলাই ২০১৫-এ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত "High Level Political Forum (HLPF)"-এর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মহাপরিচালক (অর্থনৈতিক বিষয়াবলী), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেন। এই সভায় সরকার, জাতিসংঘ, বিশেষজ্ঞ এবং সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সমন্বিত নীতি নির্ধারণের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহাপরিচালক (অর্থনৈতিক বিষয়াবলী) ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন আলোচনায় বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ তুলে ধরেন।

৩. বিগত ৬-২৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন ১৯৮২-এর অধীনে সৃষ্ট International Seabed Authority এর ২১তম অধিবেশন জ্যামাইকার কিংসটনে অবস্থিত সংস্থাটির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে ISA-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ), সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অধিবেশনে গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে Polymetallic Nodules, Cobalt-rich ferromanganese crusts Ges Polymetallic sulphides অনুসন্ধানের (exploration) জন্য ISA কর্তৃক প্রদত্ত ২৬ টি লাইসেন্স এর কার্যক্রম বিবেচনাকরতঃ ভবিষ্যতে এ ধরণের খনিজ সম্পদ উত্তোলনের (exploitation) ব্যাপারে একটি খসড়া Mining Code প্রনয়ণ করা হয়। তাছাড়াও, অধিবেশনে Assembly এর Rules of Procedure অনুযায়ী পর্যবেক্ষক নিয়োগের অনুরোধ বিবেচনা করা, Council এবং Assembly এর জন্য প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা, ফিন্যান্স কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশ বিবেচনা করা, মহাসচিব কর্তৃক বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন উপস্থাপন, UNCLOS অনুযায়ী খসড়া Terms for Reference

বিবেচনা করা, UNCLOS অনুযায়ী অনুমোদিত Plan of Work এর মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এ অধিবেশনে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে রিয়ার অ্যাডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ), সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট অধিবেশনে বক্তব্য প্রদান করেন।

৪. গত ২০-২২ জুলাই ২০১৫, BIMSTEC Network of National Centers of Coordination in Traditional Medicine–এর ৩য় সভা নোনথাবুড়ি, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ০২ (দুই) সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় ২য় বৈঠকে (৩০-৩১ আগষ্ট ২০১০, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড) গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের পর্যালোচনা, Traditional Medicine ক্ষেত্রে সদস্য দেশসমূহের মাঝে সার্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, চলমান অবস্থা পর্যালোচনা, সদস্য দেশসমূহের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের সম্ভাব্যতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক সদস্য দেশ হতে প্রতিনিধিগণ Traditional Medicine বিষয়ে একটি করে উপস্থাপনা পেশ করেন।

৫. গত ২০-৩১ জুলাই ২০১৫-এ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত Process of Intergovernmental Negotiation on the Post-2015 Development Agenda-তে মহাপরিচালক (অর্থনৈতিক বিষয়াবলী), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এই negotiation-এ নেতৃত্ব প্রদান করেছে। এ negotiation-এর মধ্য দিয়ে গত জানুয়ারি থেকে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা কাঠামোর উপর শুরু হওয়া ২য় পর্যায়ের আন্তঃরাষ্ট্রীয় negotiation সমাপ্তি লাভ করে। গত ৩ আগস্ট ২০১৫-এ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাতমাস ব্যাপী নিবিড় আলোচনার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" শীর্ষক কাঠামো সকল দেশ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। এ দলিলে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, অভিন্ন নদী ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃত বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যা ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এন এইচ কে বাংলা বিভাগের প্রধান ও লেখক জনাব কাজুহিরো ওয়াতানাবে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। উক্ত বইয়ের প্রকাশের বার্তা বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে জনাব কাজুহিরো ওয়াতানাবে গত ৩১ জুলাই-০৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন এবং জাপানি ভাষায় অনূদিত বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ের অনুলিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন। এছাড়াও, জনাব কাজুহিরো ওয়াতানাবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি-এর সাথে সাক্ষাত করেন।

৭. গত ৪ আগস্ট ২০১৫ তারিখে পররাষ্ট্র সচিব-এর সভাপতিত্বে United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) এর গ্লোবাল মেরিটাইম ক্রাইম প্রোগ্রাম (জিএনসিপি) প্রোগ্রামের অধীন একটি Assessment Mission পরিচালনার প্রাক্কালে করণীয় বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি আগামী ৭-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে UNODC এর গ্লোবাল মেরিটাইম ক্রাইম প্রোগ্রাম (জিএনসিপি) এর অধীন একটি Assessment Mission পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করবে বলে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। সফরকালে প্রতিনিধিদলটি সমুদ্রে সশস্ত্র চুরি, মাদকদ্রব্য পাচার, মানব পাচার, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করবে। এই মূল্যায়ন কার্যক্রম চলাকালীন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরণের তথ্য সরবরাহ করা হবে, কোন ধরণের বিষয় উপস্থাপন করা হবে এবং কোন বিষয়ে UNODC এর কাছে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানানো হবে সে সকল বিষয়ে উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণের কাছে জানতে চাওয়া হয়।

৮. গত ১৫-১৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে মালদ্বীপের মালেতে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আসন্ন ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক ফোরামে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। এ ফোরামে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্রুত নগরায়নের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কিত আলোচনা প্রাধান্য পায়। বর্জ্যশিল্প, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করণ এবং বর্জ্যব্যবস্থাপনায় শিল্পদূষণ, প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। মাননীয় মন্ত্রী একটি টেকসই ও পরিবেশ-বান্ধব শিল্পায়ন নিশ্চিত করা ও এ-বিষয়ে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখ করে সম্মেলনে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন।

৯. ১৯-২০ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে নেপালের কাঠমুন্ডুতে "Seventh Meeting of SAARC Finance Ministers preceded by Seventh Meeting of the SAARC Finance Secretaries"-শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দলনেতা হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারী মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত-এর নেতৃত্বে ০৮ (আট) সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে পরিচালক (সার্ক ও বিমস্টেক অনুবিভাগ), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেন।

১০ মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর আমন্ত্রণে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী Mr. Gao Hucheng গত ২৫-২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন। উক্ত সফরকালে চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সাক্ষাত করেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে তিনি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন এবং দু'দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি এবং মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি মহোদয়ের সাথে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকসমূহে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১১. ১৯৭৪ সালে প্রণীত Territorial Waters & Maritime Zones Act-এ ১০ ফ্যাদম পানির গভীরতায় বেইজলাইন নির্ধারিত হয়। কিন্তু ঐ বেইজলাইনটি ১৯৮২ সালে প্রণীত UNCLOS এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধের রায়েও বেইজলাইন ব্যবহার করা যায়নি; কারণ ১৯৭৪ সালে প্রণীত বেইজলাইনটি ১৯৮২ সালের UNCLOS এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এমতাবস্থায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আনক্লজ-১৯৮২ এর আলোকে ১৯৭৪ সালে প্রণীত বেইজলাইনটি পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর Land Boundary Terminus (LBT) থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত Straight Baseline এবং কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন্স পর্যন্ত আরেকটি Normal Baseline প্রণয়ন করে তা গত ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বেইজলাইন পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাবিত খসড়া প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় লিগ্যাল ভেটিং এবং এস.আর.ও. নম্বর প্রদানপূর্বক গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রয়োজনীয় লিগ্যাল ভেটিং শেষে তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। অতঃপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত ২৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে উক্ত প্রস্তাবিত খসড়া প্রজ্ঞাপনে (সংশোধিত) এস.আর.ও. নম্বর প্রদানপূর্বক গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করে। অবশেষে গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে "বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলে Baseline পুনঃনির্ধারণ" সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এস আর ও নম্বর ৩২৮-আইন/২০১৫ তারিখঃ ০৪/১১/২০১৫) আকারে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

১২ গত ২৬-২৭ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "Bangladesh Trade & Investment Summit 2015" –এ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক এবং জনাব মুঃ রিয়াজ হামিদুল্লাহ, মহাপরিচালক (অর্থনৈতিক বিষয়াবলী), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশগ্রহন করেন। সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সক্রিয় অংশগ্রহণের নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন বস্তুগত (Substantive) ইনপুট প্রদান করা হয়। সভায় পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন incentive/ পদক্ষেপের উপর আলোকপাত করেন।

১৩ বিগত ২-৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে 'First IORA Ministerial Blue Economy Conference (BEC)' শীর্ষক সম্মেলন মরিশাসে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটিতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রীগণ ছাড়াও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ) উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। IORA সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নতুন অংশীদারিত্ব তৈরির মাধ্যমে Indian Ocean Rim Region এ টেকসই উন্নয়নের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে Blue Economy এর উন্মেষ ঘটানো এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিলো। এই সম্মেলনে চারটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ যথা- Fisheries & Aquaculture, Renewable Ocean Energy, Seaports and Shipping এবং Seabed Exploration and Minerals এর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মরিশাসের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় সমুদ্র অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী এবং IORA মহাসচিব এর সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন এবং CMT Spinning Mill পরিদর্শন করেন যেখানে কর্মরত প্রায় ৩,৬০০ বাংলাদেশী শ্রমিকদের খোঁজ-খবর নেন।

১৪ ভারত মহাসাগর বলয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (IORA) এর ২০টি সদস্য দেশ এবং ৬টি Dialogue Partner দেশের প্রতিনিধিগণ এর সমন্বয়ে গত ৫-৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ 2nd Indian Ocean Dialogue (IOD), 2015 অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ডায়ালোগে মূলতঃ ৬টি বিষয়বস্তু যেমন- ক) Combatting Transnational Crime; খ) Maritime Secuirty and Defence Cooperation; গ) Regional Cooperation in Search and Rescue Operation; ঘ) The Blue Economy as a Driver of Economic Growth; ঙ) Countering Illegal Fishing এবং চ) Humanitarian Assistance and Disaster Relief এর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডায়ালগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ) 'Deliberative Dispute Settlement Developments in the Bay of Bengal' শীর্ষক বিষয়ে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন এবং 'Maritime Security and Defence Cooperation' শীর্ষক সেশনে Co-facilitator হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন।

১৫ গত ৭-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) এর একটি প্রতিনিধিদল গ্লোবাল মেরিটাইম ক্রাইম প্রোগ্রাম (জিএনসিপি) প্রোগ্রামের অধীন একটি Assessment Mission পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সফর করে। সফরকালে প্রতিনিধিদলটি সমুদ্রে সশস্ত্র চুরি, মাদকদ্রব্য পাচার, মানব পাচার, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিদর্শন করে এবং সংশ্লিষ্ট কমকর্তাদের সাথে বৈঠক করে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ) এর সভাপতিত্বে উক্ত Assessment Mission বিষয়ে একটি Debriefing Session অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেশনে জনাব গিউসেপ্পে এমিলিয়ানো ফ্রান্সেসকো সার্নিয়া, প্রোগ্রাম অফিসার, মেরিটাইম ক্রাইম প্রোগ্রাম (আটলান্টিক), মিজ্ ক্রিস্টিনা এ্যালবার্টিন, UNODC (দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল) এর প্রতিনিধি ছাড়াও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৬ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৪র্থ নিরাপত্তা বিষয়ক যৌথ সংলাপ বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি-তে অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (দ্বি-পাক্ষিক ও কনস্যুলার) জনাব মিজানুর রহমান। এছাড়াও প্রতিনিধিদলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক-সামরিক ব্যুরোর প্রিন্সিপাল ডেপুটি এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জনাব টড চ্যাপম্যান। সংলাপে সন্ত্রাসনিরোধ ও সহিংস উগ্রবাদ দমন, সামরিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা সহযোগিতা, সাইবার নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। সংলাপে উভয়পক্ষ নিরাপত্তা হুমকি বিলোপন ও দমনে যৌথ লক্ষ্য নির্ধারণ পূর্বক সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মত দেয়।

১৭ গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ১৪৪-তম বিমস্টেক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা (BWG) ঢাকায় বিমস্টেক সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের উপস্থিতিতে উক্ত সভায় বিমস্টেক সদস্য দেশসমূহের মাঝে পরিবেশ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, দারিদ্র বিমোচন, যোগাযোগসহ সহযোগিতার অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও পূর্বের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য দেশসমূহকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়।

১৮ পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ২১-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ওয়াশিংটন ডি.সি সফর করেন। উক্ত সফরে পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization (AFL-CIO) এর রিজিওনাল প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জনাব Tim Ryan-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের শ্রম পরিবেশ উন্নয়নসহ শ্রমিকদের অধিকার উন্নয়নে অগ্রগতির ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরা হয়। পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের জি.এস.পি সুবিধা পুনর্বহাল করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, বাস্তবিকঅর্থে সামগ্রিক কর্ম পরিবেশের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বিধায় বাংলাদেশের অনুকূলে জি.এস.পি সুবিধা পুনর্বহালের অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক। এছাড়াও প্রতিনিধিদল Millennium Challenge Corporation (MCC)-এর রিজিওনাল ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট মিজ্ ফাতেমা শ্যুমার, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব টমাস কেলি ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব ক্রিস্টোফার মেলোনি এর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব MCC-তে বাংলাদেশের অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানান। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের পরিচালক জনাব পিটার লাভোয়, পররাষ্ট্র দপ্তরের জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসন ব্যুরোর এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মিজ্ এ্যান.সি.রিচার্ড,

আর্ন্তজাতিক সংস্থা ব্যুরোর এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মিজ্ বাথসেবা ক্রোকার, আন্ডার সেক্রেটারি মিজ্ ওয়েন্ডি শারম্যান এবং গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরোর এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জনাব টম মেলোনস্কির সঙ্গেও পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক রাজনৈতিক বিষয়ক মনোনীত আন্ডার সেক্রেটারি জনাব টম শ্যানন এর সঙ্গেও সাক্ষাত করেন। বৈঠক সমূহে উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মিজ্ নিশা দেশাই বিসওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাতকালে মিজ বিসওয়াল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকারের কঠোর মনোভাবের প্রশংসা করে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়া সহ সারাবিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের এ ভূমিকা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯ গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ০১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭০-তম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এই জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goals (MDGs)-এর ধারাবাহিকতায় অধিবেশনে ১৭-টি নতুন, যুগান্তকারী ও উচ্চাভিলাষী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Sustainable Development Goals (SDGs) চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত "জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন সামিট (**UN Summit for Sustainable Development)**"-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সক্রিয়, দৃশ্যমান ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখেন।

২০ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে উপর্যুক্ত সামিটের অংশ হিসেবে "Fostering Sustainable Economic Growth, Transformation and Promoting Sustainable Consumption and Production" শীর্ষক একটি Interactive Dialogue সেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী চার্লস মিশেলের সাথে যৌথ-সভাপতিত্ব করেন। এ অধিবেশনে দেয়া তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে এমডিজি অর্জনের সাফল্যের পেছনে মূলতঃ তাঁর সরকারের বাস্তবমুখী নীতি গ্রহণ, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ, স্থানীয় পর্যায়ে সৃজনশীল উন্নয়ন সমাধান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংস্থানের বিষয়গুলোকে তুলে ধরেন। তিনি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, ভোক্তা সংস্কৃতির বদলে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ব্যক্তিখাত ও নাগরিক সমাজের দায়িত্বশীল আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

২১ জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ৭০তম অধিবেশনের সাইড লাইনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অবকাঠামোগত প্রকল্পে চীনের সহযোগিতার জন্য চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি চীনের প্রেসিডেন্টকে চীনের বিনিয়োগকারিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অধিক চীনা বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি চীনের সাথে বাংলাদেশের বানিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানান। তিনি চীনের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের "Duty Free Quota Free Access" এর জন্য এবং রুলস অব অরিজিন শিথিল করার জন্য অনুরোধ জানান। এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের সাথে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি চীনের প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশ সফর করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

২২ জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ৭০তম অধিবেশনের সাইড লাইনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানের বিনিয়োগকারিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অধিক বিনিয়োগের আহবান জানান। মাতারবারি প্রকল্পসহ অনেকগুলো মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে জাপানের সহযেগিতার জন্য জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। বৈঠকে বিগ বি প্রকল্পের (The Bay of Bengal Industrial Growth Belt) আওতাধীন ছয়টি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানে অনুষ্ঠিতব্য ২০২০ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক্স এবং প্যারাঅলিম্পিক্স উপলক্ষ্যে নির্মাণ কাজে বাংলাদেশী নির্মান শ্রমিক নিয়োগের প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানান।

২৩ দক্ষিণ কোরিয়ার National Assembly এর Health and Welfare Committee-এর চেয়ারম্যান এবং International Conference of Asian Political Parties (AICAPP) Parliamentarians' Union এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Mr. Kim Choon Jin এর নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ার ছয় (৬) সদস্যের একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল গত ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সফর করে । প্রতিনিধি দলে দক্ষিণ কোরিয়ার চার (৪) জন সংসদ সদস্য

এবং দুই জন কর্মকর্তা ছিলেন। সফরকালে প্রতিনিধি দল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য জনাব ফারুক খান এম পি'র সঙ্গে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সাক্ষাত করেন।

২৪ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মান 'Champions of the Earth' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। United Nations Environment Programme (UNEP)-এর নির্বাহী পরিচালক অ্যাচিম স্টেইনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মানজনক পুরস্কার তুলে দেন। বাংলাদেশের জনগণকে এই পুরস্কার উৎসর্গ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের সহায়তা ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জে পরিণত হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে বিশ্বের প্রথম 'Solar Nation' হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

২৫ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত "MDGs to SDGs: A Way Forward" শীর্ষক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডের রাজা ভিলেম আলেকজান্ডার, সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্তেফান লফভেন ও বেনিনের প্রধানমন্ত্রী লিওনেল জিনসু যৌথ-সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যের মধ্যে ৭০-তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট মগেনস লাইক্কেটফট্স এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কমসূচি-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হেলেন ক্লার্ক তাতে বক্তব্য রাখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে "উন্নয়নের বিস্ময়" আখ্যা দিয়ে এমডিজি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণেও বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সকল উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।

২৬ জাপান সরকারের অর্থ, বাণিজ্য এবং শিল্প সংক্রান্ত সংসদীয় ভাইস মিনিস্টার Mr. Yoshihiro Seki ০৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে গত ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ০১ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে প্রতিনিধি দল গত ০১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। এছাড়া ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এবং বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এ সকল সাক্ষাতকালে দু'দেশের স্বার্থ সশ্লিষ্ট দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জাপানের প্রতিনিধি দলের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। উক্ত মধ্যাহ্ন ভোজের পর তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং জাপান সরকারের অর্থ, বাণিজ্য এবং শিল্প সংক্রান্ত সংসদীয় ভাইস মিনিস্টার Mr. Yoshihiro Seki-এর উপস্থিতিতে Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) এবং Re-Term Corporation, Japan-এর মধ্যে Planning, Development and Successful Implementation of Hi-Tech Parks in Bangladesh-এর উপর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

২৭ বিগত ১৩-১৪ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে 'ভারত মহাসাগর বলয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (IORA) এর 'Meeting of Experts on Maritime Safety and Security' শীর্ষক সম্মেলন ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটিতে IORA সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, মালয়েশিয়া, মরিশাস, মোজাম্বিক, ওমান, সিসেলস্, সিংগাপুর, দক্ষিন আফ্রিকা, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড এবং ইয়েমেনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। IORA এর ডায়ালগ পার্টনারদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষে কমান্ডার এম আর আই আবেদীন, সিস্টেম এনালিস্ট, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনটি IORA এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত হয়। দুই (০২) দিন ব্যাপী এই সম্মেলন পাঁচ (০৫)টি সেশনে বিভক্ত ছিলো। প্রথম সেশনে 'Maritime Safety and Security: Regional Challenges', দ্বিতীয় সেশনে 'Cooperative Organization Structure in the IORA', তৃতীয় সেশনে 'Inclusive Approach to Maritime Safety and Security', চতুর্থ সেশনে 'Legal Frameworks' এবং সর্বশেষ সেশনে 'Capacity Building and Capacity Optimization' নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়।

২৮ গত ১৪-১৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত Asia Political Parties Special Conference on

the Silk Road-এ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারের নেতৃত্বে ০৮ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের সংসদীয় প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, উক্ত সফরকালে মাননীয় স্পীকার গত ১৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং এবং Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) কর্তৃক বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৪০ তম বছর পূর্তি উপলক্ষে যৌথভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি (Guest of Honor) হিসাবে অংশগ্রহণ করেন এবং স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খামের মোড়ক উন্মোচন করেন।

২৯ গত ১৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন গণভবনে বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খামের মোড়ক উন্মোচন করেন।

৩০ গত ০১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থিত "South Asian Regional Standards Organization (SARSO)"-এর Headquarters Agreement স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক এবং SARSO-এর পক্ষে সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. সৈয়দ হুমায়ুন কবীর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে SARSO একটি আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে কুটনৈতিক দায়মুক্তি এবং সুযোগ সুবিধা লাভের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করল।

৩১ গত ০১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে Signing Ceremony for the Headquarters Agreement between the Government of Bangladesh and the BIMSTEC Secretariat পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব ও অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিমস্টেক মহাসচিব এ্যাম্বাসেডর সুমিথ নাকান্দালা ও বিমস্টেক সচিবালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বিমসটেক সচিবালয়ের পক্ষে বিমসটেকের মহাসচিব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৩২ "বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলে Baseline পুনঃনির্ধারণ" সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (**এস আর ও নম্বর ৩২৮-আইন/২০১৫ তারিখঃ ০৪/১১/২০১৫**) আকারে গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩৩ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার দায়ে যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মোঃ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকরের বিষয়ে গত ২২ নভেম্বর ২০১৫ পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে অনাকাঙ্খিত মন্তব্য করে বিবৃতি প্রদান করে সর্বশেষ গত ৬ মে ২০১৬ ও যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামীর রিভিউ পিটিশন খারিজের বিষয়ে এবং ততপরবর্তী ১২ মে ২০১৬ মৃত্যুদন্ড কার্যকর হলে পাকিস্তান সরকার এই দুটি ঘটনার পর পরই অনাকাঙ্খিত মন্তব্য করে বিবৃতি প্রদান করে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বরাবরই যথাযথ এবং জোরালো কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবারই পাকিস্তানের হাইকমিশনারকে তলব করে কঠোর ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং বাংলাদেশের পক্ষ হতে তাঁর নিকট প্রতিবাদ লিপি হস্তান্তর করা হয়।

৩৪ গত ২৬ নভেম্বর-১১ ডিসেম্বর ২০১৫-এ ফ্রান্সের প্যারিসে Twenty-First Session of the Conference of the Parties to UNFCCC (COP-21) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধকল্পে আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন একটি সার্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা 'প্যারিস চুক্তি' নামে অভিহিত হয়েছে।

৩৫ গত ১০-১৮ ডিসেম্বর ২০১৫-এ কেনিয়ার নাইরোবিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর মন্ত্রী পর্যায়ের দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (LDC) অনুকূলে বেশকিছু বাণিজ্য সুবিধা সম্বলিত 'নাইরোবি প্যাকেজ (Nairobi Package)' ঘোষণা করা হয়।

৩৬ বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার পর্যটন বিষয়ক সম্ভাবনাপূর্ণ সহায়তাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে China National Tourism Administration এর চেয়ারম্যান Mr. Li Jinzao গত ১৫-২০ জানুয়ারী ২০১৬ বাংলাদেশ সফর করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সমন্বয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বেসামরিক বিমান পরিবহণ পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয় সফররত প্রতিনিধির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প উন্নয়নে চীনের বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এ বৈঠকে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (দ্বিপাক্ষিক ও কন্স্যুলার) এ বৈঠকে যোগদান করেন।

৩৭ বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশীপ সেন্টারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পূর্তি এবং চাইনিজ চন্দ্র বর্ষ উৎযাপনের লক্ষ্যে চীনের একটি প্রথিতযশা শিল্পীগোষ্ঠী "Tianjin Art Troupe" গত ১৭-১৮ জানুয়ারী ২০১৬ বাংলাদেশ সফর করে। ঢাকাস্থ চাইনিজ দূতাবাস, বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশীপ সেন্টার এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ আয়োজনে উক্ত শিল্পীগোষ্ঠী ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে এবং চট্টগ্রামে দু'টি পৃথক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

৩৮ দক্ষিণ কোরিয়ার ডেপুটি স্পীকার H.E. Mr. Jeong Kab Yoon এর নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্টের দুজন মাননীয় সংসদ সদস্য সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭-১৮ জানুয়ারী ২০১৬ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে উক্ত প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারের সাথে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক করেন এবং মাননীয় স্পীকারকে সরকারী পর্যায়ে দক্ষিণ কোরিয়া সফরের আমন্ত্রন জানান । পরবর্তীতে সফরকারী প্রতিনিধি দলটি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

৩৯ বাংলাদেশ বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে আরো বেশি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় বিনিয়োগ বোর্ড, BUILD (Business Initiative Leasing Development) এবং বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ যৌথভাবে গত ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারী ২০১৬ দু'দিন ব্যাপী "Bangladesh Investment and Policy Summit–2016" শীর্ষক একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং শ্রীলংকা থেকে প্রায় ২২০ জন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গ উক্ত সিম্পোজিয়াম-এ অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে চীন ও জাপানের বর্তমান ও ভবিষ্যত বিনিয়োগের সম্ভাবনার বিষয়টি উক্ত সভার মাধ্যমে তুলে ধরেন।

৪০ বাংলাদেশ ও চীন-এর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন এমন চারজন কূটনৈতিক Mr. Wang Chungi, Mr. Hu Qianwen, Mr. Chai Xi এবং Mr. Zheng Qingsin গত ২৪-২৮ জানুয়ারী ২০১৬ ঢাকায় সফর করেন। Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) এ উপলক্ষ্যে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে সফররত রাষ্ট্রদূতগণসহ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। উক্ত সেমিনার শেষে সফররত রাষ্ট্রদূতগণ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং পররাষ্ট্র সচিবের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠককালে সাবেক কূটনীতিকগণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৪১ গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকায় Sustainability Compact এর দ্বিতীয় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে। উক্ত সভায় কারখানার কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে সবাই একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

৪২ গত ৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে South Asian Speakers' Summit on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ এবং শ্রীলংকার মাননীয় স্পীকারগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, এসকল দেশের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে সম্মেলনে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

৪৩ বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে Bangladesh-China People's Friendship Association (BCPFA) এর উদ্যোগে ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ হোটেল ওয়েস্টিনে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের সৌজন্যে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম। প্রদর্শনীতে কিছু দূর্লভ এবং অপ্রদর্শিত চিত্র প্রদর্শন করা হয় যার মধ্যে অন্যতম ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের পঞ্চাশের দশকে চীন সফরের আলোকচিত্র।

৪৪ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ০২-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জয়পুর, ভারত-এ সন্ত্রাস দমন বিষয়ক একটি সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তিতে তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত "Building Synergy and Coherence in the Implementation of the Istanbul Programme of Action (IPoA) in the context of the 2030 Sustainable Development Agenda" শীর্ষক সভা এবং ১২-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ওয়াশিংটনে বিবিধ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ০৯-১০ মার্চ ২০১৬ তারিখে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়া কোঅপারেশন ডায়ালগ (এসিডি)-এর মন্ত্রী পর্যায়ের ১৪তম বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ০৭-০৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে তিনি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত "The Geneva Conference on Preventing Violent Extremism"-শীর্ষক সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২৫-২৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হংকং-এ অনুষ্ঠিত "Bangladesh Investment Summit" এবং ২৭-২৮ এপ্রিল বেইজিং, চীন এ অনুষ্ঠিত CICA-এর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ৩১ মে ২০১৬-০১ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত "Bangladesh Trade and Investment Expo 2016" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

৪৫ গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে International Boundary Research Unit (IBRU) এবং Foley Hoag এর যৌথ উদ্যোগে একটি Professional Training Workshop অনুষ্ঠিত হয়। সমুদ্রে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে (Continental Shelf) সার্বভৌম অধিকার সংবলিত সংবলিত দাবী Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) এ পেশ করা, চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে CLCS হতে চূড়ান্ত 'No-objection Agreement' প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলী এবং মহীসোপানে দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ আহরণ কার্য (exploitation) পরিচালনা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিলো। বিশ্বের খ্যাতনামা সমুদ্র বিশেষজ্ঞগণ এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করে। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিব উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

৪৬ গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি -০১ মার্চ ২০১৬-এ নিউইয়র্কে "Fourth Global Coordination meeting on International Migration" Workshop on Implementaion, Follow-up Review of the Migration related Targets of SDGs অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অভিবাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সমূহের পরিবীক্ষণ (Monitoring) ও বাস্তবায়ন (Implementation) অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সভাসমূহে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ ২০৩০-টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অভিবাসন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন ও ফোরাম কি ভূমিকা রাখতে পারে তাও আলোচিত হয়।

৪৭ ০৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ষ্ট্র্যাটেজিক ষ্টাডিজ (BIISS)-এর সাথে যৌথভাবে 'Bangladesh's relations with Latin America: Unlocking Potentials' শীর্ষক একটি দিনব্যাপী সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় রাষ্ট্রের নয়টি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/মিশন প্রধানগণ অংশগ্রহণ করে। এ সেমিনারে বাংলাদেশের স্বনামধন্য বক্তারাও অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে গভীরতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের উপর বক্তারা জোর দেন।

৪৮ গত ১৫-১৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার বালি-তে Ad-hoc Committee on the Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় IORA সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে তা IORA Concord এর খসড়ায় অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে IORA Concord এর খসড়া প্রস্তুতের জন্য একটি Ad-hoc Committee গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, Indian Ocean Rim Association (IORA) এর ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ৫-৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে ইন্দোনেশিয়ায় IORA এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকার প্রধানদের অংশগ্রহণে শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকার প্রধানগণ কর্তৃক IORA Concord স্বাক্ষর করবে। যেহেতু সরকার প্রধানগণ কর্তৃক Concord-টি স্বাক্ষরিত হবে, তাই IORA এর ভবিষ্যত রূপরেখা ও কর্মকাণ্ড নির্ধারণে এটি অত্যন্ত

তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে, IORA কাঠামোতে বাংলাদেশের অবস্থান অধিকতর সুসংহতকরণ এবং বাংলাদেশের স্বার্থ তুলে ধরার জন্য এই কমিটিতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এর সচিব অংশগ্রহণ করেন।

৪৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯-২৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্থিরচিত্র সম্বলিত '1971: Emergence of a Nation' নামক মাল্টিমিডিয়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে একটি স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত মহান মুক্তিযুদ্ধের স্থিরচিত্র সম্বলিত '1971: Emergence of a Nation' নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

৫০ গত ২৮ মার্চ থেকে আগামী ৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'Legally binding treaty on conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction' বিষয়ে গঠিত জাতিসংঘের 'Preparatory Committee (PrepCom)' এর সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, যে কোন দেশের বেইজলাইন থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সমুদ্রাঞ্চলে বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় যা আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন কনভেনশন (আনক্লজ), ১৯৮২ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এ সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এর পাশাপাশি, ৩৫০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে জাহাজ চলাচল, মৎস্য আহরণ, খনিজ সম্পদ আহরণ সহ নানা ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সকল কর্মকাণ্ডের ফলে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস প্রভৃতি নেতিবাচক ঘটনা ঘটে থাকে। এ প্রেক্ষিতে, রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহারের উপর জাতিসংঘের অধীনে একটি Adhoc Open-ended Informal Working Group গঠন করা হয়। গঠনের পর থেকে গ্রুপটি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে কয়েকটি সভায় মিলিত হয় এবং সভায় আলোচ্য বিষয়ের উপর জাতিসংঘের মহাসচিব বরাবর প্রতিবেদন পেশ করে। এর ধারাবাহিকতায়, জুন ২০১৫ সালে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত অঞ্চলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক আইনি দলিল প্রস্তুতকরণের Resolution জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। এ দলিলের খসড়া প্রস্তুতের জন্য PrepCom এর দু'টি সভার মধ্যে একটি ২৮ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এবং অপরটি ২৬ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের খুঁটিনাটি দিক বিবেচনায় নিয়ে PrepCom-এ অংশগ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয় মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ) অংশগ্রহণ করেন।

৫১ অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের প্রথম ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC) ৩১ মার্চ ২০১৬ ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপি আলোচনার বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব মোঃ শহীদুল হক এবং ২৫ সদস্য বিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব দেন অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বানিজ্য বিভাগের সচিব Mr Ric Wells। উক্ত সভায় বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয় নিয়ে কার্যকর আলোচনা হয় এবং সভা শেষে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশন বিষয়ে একটি MoU স্বাক্ষর করা হয়।

৫২ চীনের সাথে বাংলাদেশের ১০ম ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC) গত ১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপি এই আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব মোঃ শহীদুল হক এবং চীনের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন চীনের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী, Mr Kong Xuanyou। চীনের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশে তাঁর অবস্থানকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময় বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়।

৫৩ গত ১২-১৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে IORA এবং ইন্দোনেশিয়া সরকারের যৌথ উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়ার পাদাং-এ '3rd Indian Ocean Dialogue (IOD)' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ডায়ালগের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো 'Addressing Maritime Security Challenges in the Indian Ocean through Enhanced Regionalism' এবং মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ ছিলো - ক) Rules-based Regionalism in the Indian Ocean; খ) Piracy and Armed Robbery; গ) Illicit Trafficking and Maritime Terrorism; ঘ) The Role of Naval Powers in Enhancing Security in the Indian Ocean; এবং ঙ) Energy in the Indian Ocean। এছাড়া, এই ডায়ালগে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে অধিকতর মেরিটাইম সহযোগিতা,

ভারত মহাসাগরীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বোচ্চ উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ, জলদস্যুতা, সশস্ত্র চুরি, অবৈধ ট্র্যাফিকিং, মেরিটাইম সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং মেকানিজম, সাগরে প্যাট্রোল ও ইন্টারসেপশন দক্ষতা বৃদ্ধি, মালবাহী জাহাজে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ, মৎস্য ব্যবস্থাপনায় কারিগরী সহযোগিতা, Small Scale মৎস্যজীবীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে Confidence Building Measure এবং ছোট দেশসমূহের উপকূলে প্যাট্রোল এবং Policing দক্ষতা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক জ্বালানী আহরণ এবং উৎপাদনে সহযোগিতা, সমুদ্র যোগাযোগ পথকে নিরাপদ এবং এক্সপোর্ট টার্মিনালকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত রাখা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত ডায়ালগে IORA এর সদস্য রাষ্ট্র এবং সকল Dialogue Partner সমূহ হতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং বিশ্লেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিব।

৫৪ Visit Bangladesh এর আওতায় ১২-১৭ এপ্রিল ২০১৬, ৭টি দেশের ১৩ জন সাংবাদিকদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ভারত, শ্রীলঙ্কা, কাতার, বাহরাইন, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা থেকে আগত সাংবাদিকগণ ঢাকায় মাননীয় তথ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে তাঁরা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে মত বিনিময় করেন। এসময় তাঁরা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর ও বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৫৫ গত ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত "High Level Panel on Water"-এ প্যানেল সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ জলবায়ু-ঝুকিপূর্ণ দেশসমূহে পানির সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে মত প্রকাশ করেন। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য এই প্যানেল কাজ করবে বলে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

৫৬ গত ২৩-২৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে State Oceanic Administration (SOA) of China এর ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। SOA-এর ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (ভাইস মিনিস্টারের সমপদমর্যাদা সম্পন্ন) উক্ত প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব দেন। সফরকালে SOA প্রতিনিধিদলটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এর সচিব এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে BORI-তে মেরিন অ্যাকুরিয়াম স্থাপন এবং Ocean resources and development, Gas Hydrate exploitation & development technology, Exchange of scientists, researchers, specialists, and scholars/Organization of bilateral symposium, training courses and seminars, Prevention of Sea Pollution, Exchange of Weather forecasting/ Tsunami and cyclone warnings ও Cooperation in Disaster Management ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

৫৭ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'Blue Economy and Maritime Cooperation' বিষয়ক MoU এর সমন্বয় ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত Joint Working Group (JWG)-এর প্রথম সভা গত ০৯ মে ২০১৬ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণায়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ) ৮-সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম) মিজ্ সুজাতা মেহতা ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। উক্ত সভায় স্বাক্ষরিত MoU এর সমন্বয় ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নিয়মিত এ ধরণের সভা আয়োজনে উভয় পক্ষ সহমত পোষণ করে। ২০১৭ সালে সুবিধাজনক সময়ে পরবর্তী JWG সভা ভারতে আয়োজনের বিষয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবে বাংলাদেশ সম্মতি প্রদান করে।

৫৮ ফরেন অফিস কন্সালটেশনের এর কার্যকর আলোচনার ফলশ্রুতিতে বিগত ১১ মে ২০১৬ হতে অস্ট্রেলিয়া এভিয়েশন সিকিউরিটি বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে, যা যুক্তরাজ্যের মতই তাদের লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ হতে দুই দেশের মধ্যে এয়ার সার্ভিস চুক্তির বিষয়ে পুনরায় পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব করেছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ODA বন্টন অস্ট্রেলিয়ান মূদ্রায় ৫৬.১ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে যা পুর্বের অর্থবছরের ODA-এর তুলনায় ৩৩% বেশি।

৫৯ ভুটানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব দামচো দরজির আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি গত

১২-১৪ মে ২০১৬ ভুটানে এক দ্বিপাক্ষিক সফর করেন এবং ভারত কর্তৃক নির্মিয়মাণ পুনাটসাংচু-১ ও ২ এ দু'টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি ভুটানের জাতীয় দৈনিক "কুয়েনসেল"-এ একটি একান্ত সাক্ষাৎকারও প্রদান করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এ সফরে বাংলাদেশ-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকর আলোচনা হয়েছে যা দু'দেশের ক্ষেত্রভিত্তিক সহযোগিতাকে আরো বেগবান করেছে। বিশেষ করে ভুটানের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও ভুটান হতে ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানীর বিষয়ে ভুটানের ঐকান্তিক ইচ্ছা অত্যন্ত ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক একটি দিক। এছাড়াও BBIN MVA-এর বিষয়ে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর গঠনমূলক অবস্থান ও পরামর্শ ভুটানের বিভিন্ন পক্ষের আশংকার বিষয়টি দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৬০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে-এর আমন্ত্রণে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের Outreach Programme-এ অংশগ্রহনের লক্ষ্যে গত ২৬-২৯ মে ২০১৬ তারিখে জাপান সফর করেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের দ্রুত অগ্রগতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২৭ মে ২০১৬ - তারিখে জাপানের ইসে-সীমা (Ise-Shima)-তে অনুষ্ঠিত জি-৭ Outreach Programme এ অংশগ্রহনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। উক্ত সফরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পররাষ্ট্র সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবসহ একটি উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিদল এবং এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্টসহ একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে যোগদান করেন।

৬১ শ্রীলংকান সংসদের মাননীয় স্পিকার গত ৩-৬ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরে তিনি বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার এবং মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৬২ গত ০৯-১০ জুন ২০১৬ তারিখে নেপালের কাঠমুন্ডুতে "4th Meeting of SAARC Cabinet Secretaries" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম-এর নেতৃত্বে ০৮ (আট) সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (সার্ক ও বিমস্টেক অনুবিভাগ) অংশগ্রহণ করেন।

৬৩ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ১০ জুন ২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত "High-Level Open Debate on Protecting Civilians in the Context of Peackeeping Operations" শীর্ষক সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০-২২ জুন ২০১৬ তারিখে ক্রোয়েশিয়ার জাগরেব-এ অনুষ্ঠিত " International Tennis Federation (ITF)"-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন এবং ক্রোয়েশিয়া সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। তিনি ২৩-২৫ জুন ২০১৬ তারিখে স্লোভেনিয়ায় দ্বিপাক্ষিক সফরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা হিসেবে অংশগ্রহন করেন। এছাড়াও ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জর্ডানে সরকারী সফর করেন।

৬৪ গত ১৮-২১ জুন ২০১৬ তারিখে নেপালের মাননীয় মূখ্যসচিব (মন্ত্রিপরিষদ সচিব) ড. সোমলাল সুবেদি এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন। সফরে তিনি বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাতে দুই দেশের যোগাযোগ বৃদ্ধি ও পণ্য পরিবহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি চট্টগ্রাম বন্দরও পরিদর্শন করে। এছাড়া, তিনি ২১ জুন ২০১৬ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় কালে বাংলাদেশের বন্দরসমূহ ব্যবহার করে নেপালে পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা হয়। নেপালের মূখ্য সচিব (মন্ত্রিপরিষদ সচিব) এ লক্ষ্যে একটি "Joint Technical Committee" গঠনের প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশ তাতে সম্মতি জানায়।

৬৫ গত ২০-২৪ জুন ২০১৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে '26th Meeting of the State Parties of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) এবং International Seabed Authority (ISA) এর বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সদস্যদের Condition of Service পর্যালোচনা, একজন সদস্য নির্বাচন সহ CLCS এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে চেয়ারম্যান কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া, সভায় ITLOS এর বার্ষিক প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার পাশাপাশি বাজেট এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক State Parties সংশ্লিষ্ট বিবিধ ইস্যুভিত্তিক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অত্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিব উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৬৬ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৫ম যৌথ অংশীদারিত্ব সংলাপ ২৩-২৪ জুন ২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি-তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংলাপে পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হকের নেতৃত্বাধীন একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশ গ্রহন করে। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জনাব থমাস এ. শ্যানন। সংলাপে দু'দেশের মধ্যে 'নিরাপত্তা সহযোগিতা', 'গণতন্ত্র ও সুশাসন' এবং 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা' এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং উক্ত ক্ষেত্রসমূহে সহযোগিতার সম্পর্ক সম্প্রসারিত করার বিষয়ে উভয় দেশ সম্মত হয়। বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সন্ত্রাস নিরোধ ও বৈশ্বিক সন্ত্রাসের ঝুঁকি মোকাবেলায় দু'দেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সহযোগিতার অংশ হিসেবে কমিউনিটি পুলিশিং ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করে। এছাড়া সংলাপে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা সহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়।

৬৭ গত ২৪ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মঙ্গোলিয়ার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত H.E. Gonchig Ganbold তাঁর পরিচয় পত্র পেশ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন। মান্যবর রাষ্ট্রদূত ২৭ জুন ২০১৬ অপরাহ্নে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পরিচয় পত্র পেশ করেন। ২৮ জুন ২০১৬ তারিখে মান্যবর রাষ্ট্রদূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন মঙ্গোলিয়া সফর নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও দু দেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা সহ পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে জোর দেয়া হয়। এরপর তিনি The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মঙ্গোলিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেন।

৬৮ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলা একাডেমি ও নেপাল একাডেমি-এর মধ্যে ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

৬৯ ২৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২য় টিকফা কাউন্সিল সভা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি.তে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত টিকফা ফোরামের এ সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে পররাষ্ট্র সচিবও অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সেদেশের বাণিজ্য দপ্তরের এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ জনাব মাইকেল ডিলানী। সভায় শ্রম অধিকার, বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার, বিনিয়োগ সহযোগিতার সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

৭০ মানবসম্পদ উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ সহযোগিতার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া তাদের স্পোর্টস ডিপ্লোমেসি স্ট্র্যাটেজি ২০১৫-২০১৬ অনুসরণ এবং এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যাক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ ও ক্রীড়া উন্নয়নের উদ্যোগ ও গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে Sports Fellowship Programe এ অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগঠককে শ্রীলঙ্কায় ২২ নভেম্বর থেকে ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

৭১ Japan Science and Technology Agency সম্প্রতি বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের সাকুরা বিজ্ঞান র্কমসুচীতে অন্তর্ভূক্ত করে। এশিয়ার ৩৫এর অধিক দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এ কর্মসুচিতে নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ল্যাবরেটরী, বিজ্ঞান যাদুঘর পরিদর্শন করা, জাপানি শিক্ষার্থীদের সাহচর্য এবং জাপানি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অবগত করা হয়।

৭২ নেপালে ভূমিকম্প পরবর্তী পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় খাদ্যসংকট নিরসনে বাংলাদেশ সেদেশে চাল প্রেরণ করেছে। এছাড়াও, ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধ্বসে বিধ্বস্ত শ্রীলংকায় মানবিক সহায়তা হিসেবে জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ হতে ১০ কোটি টাকা মূল্যের ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করা হয়।

৭৩ বর্তমানে প্রায় ৪৮০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী প্রতি বছর অস্ট্রেলিয়ায় অধ্যয়ন করছে। পররাষ্ট্র সচিবের এক প্রশ্নের জবাবে অস্ট্রেলিয়ান পক্ষ জানায় তাদের এ বিষয়ক নীতি সাধারণত National Level এ হয়ে থাকলেও State level ও অন্তর্ভূক্ত। এ প্রক্রিয়াটি সহজীকরণে একটি MoU স্মাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশকে এ বিষয়ে যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।